[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

হিসেবে তিনি পদন্নতি প্রাপ্ত হন।

তিনি জানান, জামালপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(এডিসি) হিসেবে যোগদান করবেন।

কোটচাঁদপুরে ৬ শিং বিশিষ্ট গরুর সন্ধান

৬ শিং বিশিষ্ট গরুর সন্ধান মিলেছে কোটচাঁদপুরে। এ অস্বাভাবিক গরুটির ঘটনা এলাকায় জানাজানি হয়ায় দর্শনার্থীদের ভিড় জমছে উপজেলার বহরমপুর গ্রামে।

গরুর মালিক মোশারফ হোসেন বলেন,দীর্ঘদিন ধরে আমি গরু পালন করে আসছি। এর আগে এমন বাছুর দেখিনি কোন দিন। তিনি বলেন, গেল দুই বছর আগে গরুটি জন্ম গ্রহন করেন। ওই বাছুরটি স্বাভাবিক গরুর মতই ছিল।

গরুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিং ও বাড়তে থাকে বাছুরটি। প্রথমে বাছুরটির স্বাভাবিক গরুর মত দুইটি শিং দেখা যায় মাথায়। এর ৬ মাস পর দেখা যায় আরো দুইটি শিং। এর কয়েক মাস পর দেখা যায় আরো দুটি শিংয়ের।

বর্তমানে গরুরটির মাথায় ৬ টি শিং শোভা পাচ্ছেন। তবে আরও শিং গজাতে পারে বলে মনে করছেন গরুর মালিক মোশারফ হোসেন।

ওই গ্রামের শিপন মন্ডল জানান,এমন অস্বাভাবিক গরু সচারাচর দেখা যায় না। ছোটবেলা থেকে লালন পালন করেছেন গরুর মালিক মোশারফ হোসেনের স্ত্রী। এ গরুটির কথা এলাকায় জানাজানি হয়ে পড়ায়,প্রতিনিয়ত গরুটি দেখতে দর্শণার্থীরা ভিড় করছেন তাদের বাড়িতে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা রেজাউল করিম বলেন, এটা জন্মগত হতে পারে। তিনি উদাহরন দিয়ে বলেন,যেমন মানুষের হাতে পায়ে বাড়তি আঙ্গুল গজায়। ঠিক তেমন আর কি। এটা একটা বিশেষ গরু। ওই বিশেষ গরুটি দেখার আগ্রহও প্রকাশ করলেন ওই কর্মকর্তা।

কোটচাঁদপুরে ছিনতাইকারী চক্রের কুড়ালের কোপে ভ্যান চালক সহ আহত ২

ছিনতাইকারী চক্রের কুড়ালের কোপে ভ্যান চালক শাহজামাল(৩৫) সহ দুই জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে কোটচাঁদপুরের ভোমরাডাঙ্গা মাঠে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে ভ্যান চালক ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্বজনরা।

ভ্যান চালক শাহজামালের ভাই আশাদুল ইসলাম বলেন,মঙ্গল সন্ধ্যা রাতে সাবদারপুর বাজার থেকে ভ্যানে দুই জন যাত্রি তোলেন। এরপর তাদের নিয়ে যান উপজেলার ভোমরাডাঙ্গা গ্রামে। তাদেরকে ওই গ্রামে নামিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভোমরা ডাঙ্গা মাঠের মধ্যে কবলে পড়েন ছিনতাইকারী চক্রের। তারা ভ্যান চালকের টাকা মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।
এ সময় ধস্তাধস্তি হয় ছিনাকারীদের সঙ্গে। এক পর্যায় তারা শাহজামাল কে কুড়াল দিয়ে কোপ দিয়ে নগদ ২ হাজার টাকা ও মোবাইল সেটটি জিনিয়ে নেন। বেধড়ক মারপিট করেন ভ্যানে থাকা শাহজামালের ভাইপো ফয়সাল হোসেনকে। এতে সেও গুরুতর আহত হন।

শাহজামাল উপজেলার সোয়াদি গ্রামের আফসার মুন্সির ছেলে আর ফয়সাল ওই গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে ভ্যান চালক ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আর ভাইপো ফয়সাল প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে আছেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুরের লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির সহউপপরিদর্শক (এএসআই) শামসুল আলম বলেন,ভ্যানচালক যাত্রী নিয়ে ভোমরা ডাঙ্গা গ্রামে যান। এসময় ওই ভ্যানে দুই জন যাত্রী ও তাঁর ভাইপো ছিলেন। যাত্রী নামিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভোমরা ডাঙ্গা মাঠের মধ্যে ছিনতাইকারী চক্রের কবলে পড়েন। ওই সময় তাদের কুড়ালের ভ্যান চালক গুরুত্বর আহত হয়েছেন। মারিপিটের স্বীকার হয়েছেন ফয়সাল। এ ব্যাপারে থানার মামলার প্রস্তুুতি চলছে। অন্যদিকে আমরা আসামি

মুজিবনগরে ৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যাবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ শাওন আলী(৩৫) নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বুধবার বেলা ১২ টার দিকে দারিয়াপুর বাজারের থেকে দারিয়াপুর ঘোষ পাড়া অভিমুখে রাস্তা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটকৃত শাওন আলী মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ঘোষপাড়ার খোকন আলী শেখের ছেলে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল জানান,আটককৃত শাওন আলী একটি বাজার করা প্লাষ্টিকের ব্যাগে করে ফেনসিডিল নিয়ে বিক্রির উদ্যেশে দারিয়াপুর বাজারে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই উত্তম,এসআই বিপ্লব ও এসআই সাহেব আলী সেখানে অভিযান চালায়।

অভিযান চলাকালীন সময়ে দারিয়াপুর বাজার হতে ঘোষ পাড়া অভিমুখে জমির উদ্দীনের বাড়ির পিছনে রাস্তা থেকে তাকে হাতেনাতে আটক করে। তার নামে মাদক নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দিয়ে কোর্টের মাধ্যেমে জেল হাজতে পাঠানো হবে বলেও তিনি জানান।

গাংনীতে হেরোইনসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ আশরাফুল আলম(৪২) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে থানা পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার(১৭ জানুয়ারী) বিকাল ৫টার দিকে তেতুঁলবাড়িয়া হাজিপাড়া মসজিদের সামনে থেকে গ্রপ্তার করে।আশরাফুল আলম গাংনীর খাসমহল গ্রামেন নফল

মালিথার ছেলে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, হেরোইন কারবারি আশরাফুল আলম হেরোইন নিয়ে অবস্থান করছে মর্মে খবরের ভিত্তিতে এসআই মাসুদ ও সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালায়। এসময় তার দেহ তল্লাশী করে হেরোইন পাওয়া গেলে তাকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে মাদক মামলাসহ বুধবার মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীতে এশিয়ান টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে এশিয়ান টেলিভিশনের ১০ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টায় গাংনী এ্যাডভান্স মেডিকেয়ার হল রুমে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই অনুষ্ঠান পালিত হয়।

এশিয়ান টেলিভিশনের গাংনী উপজেলা প্রতিনিধি মিনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনীর কৃতি সন্তান স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ডা. এএসএম নাজমুল হক সাগর।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দৈনিক আমাদের সূর্যদোয় পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক জুলফিকার আলী কাননের সঞ্চালনায় এশিয়ান টেলিভিশনের দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে কেক কাটার মধ্য দিয়ে এশিয়ান টেলিভিশনের ১০ম বর্ষপূর্তি পালন করা হয়।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, আরটিভি’র জেলা প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, একাত্তর টিভির সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশ, বাংলা টিভির জেলা প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান, মেহেরপুর রিপোর্টাস ক্লাবের সহ-সভাপতি আল আমিন হোসেন, দৈনিক ভোরের ডাক পত্রিকার প্রতিনিধি জুরাইস ইসলাম, গেø◌াবাল টিভি’র জেলা প্রতিনিধি রাব্বি আহম্মেদ, বিডি২৪লাইভ ডটকমের জেলা

প্রতনিধি জাহিদ মাহমুদ, লাখো কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি রফিকুল আলম বকুল, মেহেরপুর চোখের বার্তা সম্পাদক মীর শামীম, দৈনিক স্বাধীন মত পত্রিকার প্রতিনিধি আব্দুল আলিম, সাবেক ছাত্র নেতা ও শিক্ষক রকিবুল ইসলাম, কৃষক লীগের গাংনী উপজেলার শাখার সাধারণ সম্পাদক মসিউর রহমান পলাশ, গাংনী থানা ওসি’র প্রতিনিধি সেকেন্ড অফিসার এসআই মাসুদ, মাহি ক্লিনিকের পরিচালক উম্মে সালমা, জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবীব, মেহেরপুর টিভির এ্যাডমিন তানজিজুর রহমান তপন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা এশিয়ান টেলিভিশন, এশিয়ান টেলিভিশনের গাংনী উপজেলা প্রতিনিধি মিনারুল ইসলামসহ এশিয়ান টেলিভিশনের সকল কলাকৌশলীদের স্বার্বিক মঙ্গল কামনা করেন।

মেহেরপুরে শুভসংঘের নতুন কমিটির অভিষেক ও পরিকল্পনা সভা

মেহেরপুরে প্রতিমাসে অন্তত একটি করে ভালো কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো নতুন কমিটির অভিষেক ও পরিকল্পনা সভা।

আজ মঙ্গলবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা অফিসের হলরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কালের কন্ঠ শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক নূরুল আহমেদের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কালের কণ্ঠ জেলা প্রতিনিধি শুভসংঘর জেলা শাখার প্রধান উপদেষ্টা ইয়াদুল মোমিন, সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু, রেজ আন উল বাসার, শহিদুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, কামরুল ইসলাম।

শুভ সংঘের নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ পলাশের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সহ সভাপতি বশির উদ্দিন, রফিকুল আলম বকুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল ইকরাম সোহাগ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাদশা খান, নারী বিষয়ক সম্পাদক মৌসুমী খাতুন।

সভাপতি নতুন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন।

নতুন কমিটিতে অন্যদের মধ্যে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজিদ ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদ আল মাসুম শেখ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল রানা, কোষাধ্যক্ষ আসিফ ইকবাল শুভ, দপ্তর সম্পাদক নাসিম হাসান, প্রচার সম্পাদক উবায়দুল্লাহ, বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক ইয়াসির ইউসুফ ইমন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক নাফিউল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য আরিফুল ইসলাম, ছানোয়ার হোসেন, আবু রায়হান নিরব, তামান্না তানভীর, তাহসিন হাদি ধ্রুব, সৈকত আহম্মেদ, তানজিমুল ইসলাম, সাগর আলী, আকাশ আলী, জাহিদুল ইসলাম।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

নূরুল আহমেদকে পুনরায় সভাপতি করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠন শেষে মঙ্গলবার অভিষেক ও পরিকল্পনার সভার দিন নির্ধারণ করা হয়। পরিকল্পনা সভা শেষে মধ্যাহ্নভোজের মধ্য দিয়ে কর্মসূচী শেষ হয়।

বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে ক্লাস নিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে ক্লাস নিয়েছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান ক্লাস নেন তিনি।

মঙ্গলবার দুপুরে প্রায় আধাঘণ্টা ক্লাস নেন তিনি। এ সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণা ও শিক্ষামূলক বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক।

ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, হৃদয় দিয়ে পড়তে হবে। প্রচণ্ড মন খারাপ হলে বই পড়বে। কাউকে কষ্ট দেবে না। কখনো হতাশ হবে না। আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে

যেতে হবে। যেটা ভালো লাগে না, সেটা করবে না। তোমরা চাইলেই দেশটা পরিবর্তন করে দিতে পারো। তাই পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন, বড় লোক নয়, বড় মানুষ হও। আগামী প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষা দান, দেশ ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে এবং তাদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে মানসম্মত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানসম্মত শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

জেলা প্রশাসক বলেন, আমরা যেমন আমাদের মাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি, তার প্রতি দায়িত্ব পালন করি। একইভাবে মাতৃভূমিকে মা হিসেবে দেখতে হবে। আর মানুষকে ভালোবাসতে পারলে সোনার মানুষ হওয়া সম্ভব হবে।

শিক্ষার্থী রাসেল হাসান বলে, ডিসি স্যারকে শিক্ষক হিসেবে পেয়ে আমরা আনন্দিত। তিনি আমাদের ক্লাস নেবেন কখনো কল্পনাও করিনি। স্যার অনেক সুন্দর ও সহজভাবে আমাদের সাধারণ জ্ঞান বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের লেখাপড়া শিখে বড় হওয়ার উৎসাহ দিয়েছেন।

এছাড়াও তিনি মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, সদরপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং মিরপুর পৌরসভা পরিদর্শন করেন।

মিরপুর উপজেলা (ভারপ্রাপ্ত) নির্বাহী কর্মকর্তা হারুন অর রশীদ বলেন, ডিসি স্যার গতকাল মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, সদরপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং মিরপুর পৌরসভা পরিদর্শন করেন। একই সাথে আকস্মিক আমলা সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয় গিয়ে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিয়েছেন। এরপর শিক্ষকদের সঙ্গে স্কুলের নানা বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেছেন। তার এ ধরনের উদ্যোগে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে বলে মনে করেন এই শিক্ষক।

আলমডাঙ্গা নতিডাঙ্গায় আবারো সাদা কাপনের কাপড় ও চিরকুটের দোকানিকে হুমকি

আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায় ১ মাস পার না হতেই আবারো কাফনের কাপড়সহ চা দোকানিকে হুমকি স্বরূপ চিরকুট পাঠিয়েছে দুর্বৃত্তরা। নতিডাঙ্গা আবাসনস্থ নিজ চায়ের দোকানে বাজারের ব্যাগের ভিতর সাদা কাফনের কাপড় ও চিরকুট দেখতে পায়। এঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। জামসেদ আলী বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে।

ভুক্তভোগী উপজেলার নতিডাঙ্গা গ্রামের মৃত সিদ্দিক আলীর ছেলে জামসেদ আলী।

অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নতিডাঙ্গা আবাসনের বাসিন্দা মৃত সিদ্দিক আলির ছেলে জামসেদ আলির সাথে কাবিলনগর গ্রামের বিশারত আলির ছেলে মিল্টুন আলি, মিল্টনের স্ত্রী লিমা খাতুন, মৃত নুরি মালিথার ছেলে হালিম মালিথা, হালিম মালিথার স্ত্রী তানিয়া খাতুনের সাথে পারিবারিক বিরোধ চলে আসছে।

গত কয়েকদিন পূর্বে তারা মারপিট করার হুমকি দিয়ে আসছে। এমন ঘটনার পর আজ মঙ্গলবার সকালে জামসেদ আলি তার চায়ের দোকানের মধ্যে বাজারের ব্যাগ দেখতে পায়। ব্যাগের মধ্যে হুমকি স্বরূপ সাদা কাফনের কাপড় ও চিরকুট পায়। এতে লেখা আছে ” জোমসেদ তুমি হালিমদের কিছু বলবা না হালিমদের কিছু বললে তুমার সমস্যা হবে”। এমন চিঠি ও সাদা কাফন রাখার ঘটনায় জামসেদ বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে।

মুজিবনগরের ৯ ইটভাটাকে ১৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা, একটি বন্ধ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ৯টি ইট ভাটায় অভিযান চালিয়ে ১৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা এবং আয়ান ব্রিকস নামের একটি ইট ভাটার আংশিক উচ্ছেদ করে ভাটা কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত খুলনা পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশিফুর রহমানের নেতৃত্বে উপজেলাজুড়ে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুরে রফিকুল ইসলামের গাজী ব্রিকসে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, ফারুক হোসেন এর জবা ব্রিকসে২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, গোপালনগর গ্রামের মোজাম্মেল হকের বিবিই ব্রিকসে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, মোনাখালী গ্রামের এমএনবি ব্রিকসে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, গৌরীনগরের তৌফিকুল বারীর, মুকুল ব্রিকসে ২ লক্ষ টাকা, দারিয়াপুরে রোকনুজ্জামানের হীরা ব্রিকসে ২ লক্ষ টাকা, নুরুল ইসলামের ডালিম ব্রিকসে ২ লক্ষ টাকা, মোনাখালীর মোঃ লাভলুর এমএনসি ব্রিকসে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, একই এলাকার মোঃ আব্দুর রশিদের শাপলা ব্রিকসে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশিফুর রহমান জানান, মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ইটভাটাতে অভিযান পরিচালনাকালে ভাটাগুলোতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকা, অবাধে কাঠ পোড়ানো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট স্থানে এবং ফসলী জমি ধ্বংস করে ইটভাটা তৈরি করার অপরাধে মুজিবনগর উপজেলার নয়টি ইটভাটার কাছ থেকে ১৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।এ সময় মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত আয়ান বিক্সকের আংশিক উচ্ছেদ করে ভাটা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান- এই অভিযান পর্যায়ক্রমে জেলার সব উপজেলায় চলবে। তিনি

জানান-আদালত ইটভাটার মাটি পড়ে সরকারী রাস্তার ক্ষতি, জনদুর্ভোগ সৃষ্টি, সড়ক চলাচলকারীদের জন্য জীবনের হুমকী বিষয়টিকে দন্ডবিধির ২৯০ ও ৪৩১ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছেন। সেই সাথে জেলায় অধিকাংশ ইটভাটা লাইসেন্সবিহীন, অবৈধ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক এলাকা সংলগ্ন এবং ফসলী জমি ধ্বংস করে স্থাপন হওয়ার বিষয়টি ইটভাটা প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪ ও ৮ এর লঙ্ঘন এবং উক্ত আইনের ধারা ১৪ ও ১৮ অনুযায়ী অর্থদন্ড ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া অঞ্চলের উপপরিচালক আতাউর রহমান বলেন, মেহেরপুর জেলায় ৯৩টি ইট ভাটার মধ্যে ১টি মাত্র ইটভাটার পরিবেশের ছাড়পত্র রয়েছে। অবৈধ এই সমস্ত ইটভাটা বন্ধে স্থানীয় প্রশাসনকে তালিকা দিয়েও ব্যবস্থা না নেওয়ায় এই অভিযান শুরু হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ইটভাটা মালিক অভিযোগ করে বলেন, আমাদের পরিবেশের অধিদপ্তরের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে না। জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন মহলকে প্রতিবছর মোটা অংকের টাকা দিয়ে ইটভাটা গুলো চালাতে হয়। পরিবেশ লাইসেন্স দিলে আমাদের নিতে সমস্যা নেই। কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা করি। লক্ষ লক্ষ টাকা ভ্যাট ও ট্যক্স দিই। এরপরেও প্রতিবছর এভাবে আমাদের জরিমানা করা হয়।

এর আগে গত ৭ জানুয়ারি মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট-১ম আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ অবৈধ ইটভাটা বন্ধ সহ ইট ভাটার মাটি পড়ে সরকারী রাস্তার ক্ষতি, জনদুর্ভোগ সৃষ্টি, সড়ক চলাচলকারীদের জন্য জীবনের হুমকী বিষয়টিকে দন্ডবিধির ২৯০ ও ৪৩১ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করে স্ব-প্রণোদিত আদেশ জারী করে ২৩ জানুয়ারীর মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল পূর্বক ব্যবস্থা নিতে বিশেষ পুলিশ সুপার, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কুষ্টিয়াকে এবং উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়াকে নির্দেশ দিয়েছেন।